

## ছোট সংযোজন

আমার ৫ঘ চাপ্টার নিয়ে কিছু বিষয় পরিস্কার করার আছে। লিখছি কারণ, পাঠকের প্রতিক্রিয়া থেকে আমার ধারণা তারা আমার লেখার ভুল ব্যাখ্যা করছেন।

প্রথম কথা হচ্ছে, আমি একমত আমরা সন্ত্রাসবাদের সাথে যুদ্ধে আছি। আমি ভারতীয় নাগরিক। সেখানেই আমার লোটাকম্বল। ১৯৮০ সাল থেকেই আমার দেশ সন্ত্রাসবাদের সাথে যুদ্ধ করছে। আমেরিকার কাছে এটা নতুন, আমাদের কাছে নয়। প্রথমে পাঞ্জাবে, পরে আসামে, আরো পরে কাশ্মীরে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত CIA, পাক গুপ্তচর সংস্থা ISI এর মাধ্যমে খালিস্তানী সন্ত্রাসবাদকে মদত দিয়েছে। সেটা মানা গেল, যেহেতু ভারত তখন রাশিয়ার সঙ্গী।

১৯৯০ সাল থেকে দেখলাম যেখানে কোন মাদ্রাসা ছিল না, আরবের টাকায় ব্যাঙের ছাতার মতন মাদ্রাসা গছালো। সাথে সাথে, বোমার শব্দে আমার উলটো দিকের মুর্শিদাবাদ জেলা মুখরিত হল। একই সাথে কাশ্মীরে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের ধাক্কায় ভূমিপুত্র হিন্দু পন্ডিতরা গৃহচ্যুত হয়। আমেরিকার ভূমিকা? মানবাধিকার লঙ্ঘনে ভারতের সমালোচনা! মানবিকতা দিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় না, সেটা আগেই বলেছি। ঠেলায় পড়ে পৃথিবীর সব দেশ সেটা বুঝছে। এই সময়টায় কোলড ওয়ার শেষ। আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ। এতেব আফগানী, পাকি জিহাদিরা কাশ্মীরে এলেন। আমেরিকার ভূমিকা? একে স্বাধীনতার যুদ্ধ হিসাবে ঘোষণা করে, ভারতকে চাপে ফেলা এবং সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়া।

এবার ভাবা যাক বুশের সমালোচনা করে, আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্বসেনাপতিকে [?] আমরা দুর্বল করছি কি না? প্রথম কথা বুশ, সেনাপতি না যুদ্ধ ব্যবসায়ী? ইন্দিরা গান্ধীকে দেখুন। স্বর্নমন্দিরে সেনা ঢুকিয়েছেন। কিন্তু শিখদের ঘৃণা করেন নি। নিজের দেহরক্ষীরা ছিল শিখ। প্রাণ দিয়ে নিজের ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ রক্ষা করেছেন। কিন্তু যেখানে সন্ত্রাসবাদকে আঘাত করার কথা করেছেন। স্বর্নমন্দিরে কামান দাগা, কাবায় বোম্বিং এর সমান! সন্ত্রাসবাদ দমনে এতটাই সাহসী ছিলেন ইন্দিরা। কারণ তার সন্ত্রাসদমনের ইচ্ছা ছিল। সন্ত্রাস দমন নিয়ে ব্যবসা করেন নি।

কেরেন আমস্ট্রং থেকে CIA. সবাই বলছে, ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের রাজনৈতিক আদর্শ ইরানের ইসলামিক গনতন্ত্র। আরবের রাজতন্ত্র নয়। ইরাকের বার্থ পার্টি তো নয়ই। আর এর চাষাবাদ হচ্ছে পাকিস্তানের মাদ্রাসায় ( নিউইয়ার্ক, মাদ্রিদ থেকে লন্ডন - সর্বত্রই পাকি মাদ্রাসার স্নাতক। )

কটা পাকিস্তানী মাদ্রাসা বন্ধ হয়েছে? সম্ভবত একটাও না। ২০০১ সালের পরেও বাংলাদেশে, ভারতে মাদ্রাসার সংখ্যা বেড়েই চলেছে, আরবের টাকায়।

ইরাকের যুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধটাই পিছিয়ে গেল। যে যুদ্ধ বা ছায়াযুদ্ধটা হওয়া উচিত ছিল পাকিস্তান বা ইরানের বিরুদ্ধে- যাতে সন্ত্রাসবাদীদের কোমরটা ভাঙা যেত, সেটাই হল না! গত দুই বছর আসলেই সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পেছনে হটার ইতিহাস-কারণ ইরাক।

আরে বাবা গত দুই দশক ধরে আমরা সন্ত্রাসবাদীদের সাথে যুদ্ধ করছি। কে ব্যবসায়ী, আর কে সেনাপতি সেটা আমরা ভালোই বুঝি। ইন্দিরা গান্ধীকে দেখার পর ব্যবসায়ী বুশকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সেনাপতি বলে মানা যায় না। সেনাপতি কখনো যুদ্ধ নিয়ে ব্যবসা করেন না। মিথ্যা কথা বলেন না। এমন সেনাপতির হাতে যুদ্ধের ভার থাকলে, অচিরেই গোটা বিশ্ব সন্ত্রাসে ভরে যাবে। যুদ্ধে আমাদের ভরাডুবি হবে।